

# যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা

অমল আচার্য



সপ্তর্ষ, ১০ বঙ্গকর চাটাজী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭০

প্রথম প্রকাশঃ  
অঙ্গোবর ১৯৬২  
আঞ্চন ১৩৬৯

প্রচ্ছদঃ  
অজয় গুপ্ত

প্রকাশকঃ  
ভোলানাথ দাস  
সপ্তর্ষী  
১৩, বঙ্গিকম চ্যাটাজী মিউটে  
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রকঃ  
কনক কুমার বসুঠাকুর  
সুমুদ্রণী  
৪/৫৬এ, বিজয়গড়  
কলকাতা-৭০০ ০৩২

## সূচিক্রম :

- এক ॥ অনা হাত ১-১৫  
দুই ॥ আঘাপকাশ ১৬-২৭  
তিনি ॥ সংকট ২৮-৩৮  
চার ॥ ষষ্ঠিষ্ঠারের রথের চাকা ৩৯-৫৩  
পাঁচ ॥ শোক গহ ৫৪-৬৬  
ছয় ॥ সকাল ৬৭-৭৭  
সাত ॥ জী ৭৮-৯৪  
আট ॥ কুরুপান্ডব ৯৫-১০৪  
নয় ॥ জলপাপ ১০৫-১১৯  
দশ ॥ দহন ১২০-১২৯  
এগার ॥ বাঘনশান ১৩০-১৩৭  
বার ॥ সময়ের রক্তে মিরজাফর ১৩৮-১৪৫

সংকলিত গচ্ছগুলো গত পাঁচবছরে দেশ, যুগান্তর, অমৃত  
কালান্তর, দৈনিক বস্তুমতী, চতুরঙ্গ, সমতট, কৃশান্ত, প্রভৃতি  
পত্ৰ-পাঠকোষ বিভিন্ন সময় ছাপা হয়েছিল। অবিশ্বা-  
বর্তমান সংকলনে গচ্ছগুলো সময়ের ক্রম অনুসারে  
সাজানো থাকল না। খাটোনৰ ভয়ে। গ্রন্থটিৱ প্ৰকাশ  
সম্ভব হল শ্ৰীদিলীপ চক্ৰবৰ্তী ও মৃদুল চট্টোপাধ্যায়েৰ  
আন্তৰিকতাৰ প্ৰয়োগে, আৱ প্ৰিয় ছাত্ৰ শ্ৰীমান রণজিৎ সৰ্জৱ  
লাগাতাৱ তাগাদায়। প্ৰচন্ড একে দিয়েছে সুহৃদ অজয়  
গুপ্ত। একে কাছে কৃতজ্ঞ।

—অমল আচাৰ্য

ଲେଖକେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଜପତ୍ର :

ବର୍ଣ୍ଣ-ବିବର୍ଣ୍ଣ

ଡୁମୁରେର ଦିନରାତ

আমার উৎসাহ ও নিরুৎসাহের দৃশ্যোরাণী-সূচ্যোরাণী  
নম্বকে—

## ॥ অন্য হাত ॥

ডাকুক পাথির কর্কশ বিরক্তিকর গলার শব্দে নগেনের ঘূম ভাঙতেই দেখল, কামিনীর একটা হাতে তার গলা সাপটানো। সাবা রাত সন্ধিত অনেকটা সময় ধরে হাতটা ওভাবে থাকার দরজন নগেনের মনে হয় তার গলায় ভাব কিছু চেপে বসেছে যেন। অন্য রাত, তত্ত্ব সময় হলে সে নিজের হাতে একইভাবে কামিনীর গলা সাপটে ধরত, ছুটো শরীরের দূরহ একটা রেখায় গুছিয়ে নিত। কিন্তু এখন ডাকুক পাথির গলার নালিতে রাত পোহানোর গোত্তুলি, টিনের চালে ধরে আসা বষ্টির ক্লান্ত শব্দ, এবং পাশে শোওয়া বউ ও ছেলেকে বাঁচানোর কঠোর তাগিদ।

নগেন কামিনীর হাতটা আলতো করে তুলে নিয়ে বালিশে ভৌজ করে রাখে। কামিনীর ঘূম ভাঙ্জে না।

অঙ্ককার ফুঁড়ে চোরের মত বিছানায় উঠে বসে নগেন। চোখ ভারি। ঘূম ছুটলেও ঝিমুনি যায় না। শরীরের আলিঙ্গি থেকেই যায়। গলার ভারটা কিছুতেই মিলাতে চায় না। নগেন বিশেষে হাত তোলে।

ঘরের একদিকে চাল নেই। টিনের চাল। ক্ষয়ে গেছে। ফুরে ফাটায় বাঁবারা। বষ্টির জল সেই ফুটো দিয়ে মেঝেয় পড়ে। মাটিশ দেখে। শব্দ তয়। সানকিতে শব্দ হয় ধাম ধাম। এটো সানকি একটাই। তার ছ' বছরের ছেলে বলু গুড় দিয়ে ঝুঁটি খেরেছিল একটা ঘূমনোর আগে। চটে যাওয়া অন্য ছুটো সানকি মাটির দেয়ালে ঢেলিয়ে-রাখা, ব্যবহারে লাগে নি। না হলে সে ছুটোতেও জল পড়ে শব্দ হত। নিশ্চিতভাবেই ফাঁকির শব্দ।

নগেন মাচা থেকে নেমে প্রথমে লঠন জালাল। ঘিরে রও আলো ছুঁটে গেল ঘরের কোণে। বার করে আনল ঘর থেকে ঘর, তার মানুষজন, পরগেরস্থালির জিনিসপত্র।